বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)

২১ জুন ২০২১

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**

**বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে**
**"'আশ্রয় ছাড়িয়ে': বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আইনগত সুরক্ষা "**
**('Beyond Refuge': Advancing Legal Protections for Rohingya Communities in Bangladesh)**
**শিরোনামের গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ**

গতকাল ২০ জুন ২০২১ ইং তারিখ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং রেফিউজি সলিডারিটি নেটওয়ার্ক (আরএসএন) যৌথভাবে একটি অনলাইন আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে **"আশ্রয় ছাড়িয়ে: বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আইনগত সুরক্ষা" ("Beyond Refuge: Advancing Legal Protections for Rohingya Communities in Bangladesh")** শিরোনামের একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ব্লাস্টের মুখ্য আইন উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে মাননীয় বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস বলেন, "রাষ্ট্রহীন বা নির্যাতনের শিকার হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা মানুষের অধিকার সুরক্ষায় আইনের সংস্কার প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা প্রদানে কোনো আইনি বাধা নেই। এক্ষেত্রে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।" তিনি মনে করেন, "রোহিঙ্গাদের আমরা শরণার্থী, বিতাড়িত বা রাষ্ট্রহীন যে নামেই আখ্যা দেই না কেনো, আমাদের মনে রাখতে হবে শরণার্থী পরিচয়ের বাইরেও তাদের মূল পরিচয় যে তারা মানুষ, তাদেরও আমাদের মতোই বেঁচে থাকার জন্য কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে।" তিনি আরো উল্লেখ করেন, "গবেষণা প্রতিবেদনটির 'আশ্রয় ছাড়িয়ে' শিরোনামটি আমাদের বিবেক ও চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দেবার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী একটি শিরোনাম। রাষ্ট্রহীন ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় এই গবেষণা প্রতিবেদনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।"

ব্লাস্টের ভাইস চেয়ারপারসন, ড. শামসুল বারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, " শরণার্থীদের সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের এই মূল্যবান ইতিহাস ও শরণার্থীদের প্রতি সহানুভুতিভাবাপন্ন মনোভাব রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীদের প্রতি মানবিক সহায়তা প্রদানে আমাদের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।" ড. বারীর মতে, "এই গবেষণা প্রতিবেদনটি আইনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে শরণার্থী সুরক্ষা প্রদান ও নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে আইনজীবীদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।"

রিসার্চ ইনেসিয়েটিভ বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা বলেন, "এই গবেষণা প্রতিবেদনটি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আইনী সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। তিনি মনে করেন, শরণার্থীর বিষয়টি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির অংশ হিসেবে আমাদের সকলের মনেই একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি এদেশে অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যারা এদেশের নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করবে। শুধুমাত্র করোনা অতিমারী নয়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরার পরও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি এই মানবিক আচরণ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।"

অনুষ্ঠানের বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত মোঃ সাইফুল ইসলাম, সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ, পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা তার বক্তব্যে তুলে ধরেন, "দেশের সকল নাগরিকদের আইনের সমান সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭২ সালের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ২৭ অন্তর্ভুক্ত করেন। এরই অংশ হিসেবে বর্তমান সরকার ২০০০ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন প্রণয়ন করে এবং ২০০৮ সাল থেকে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। যদিও আইনগত সহায়তা প্রদান আইনে নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট নয় তথাপি সংস্থার চেয়ারম্যানের দিকনির্দেশনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ভবিষ্যতে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি আরো গুরুত্বের সাথে দেখবে।"

গবেষণা প্রতিবেদনটিতে বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা প্রদানে বাংলাদেশের সংবিধান এবং আইনগত সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য আইন কতটা প্রয়োগযোগ্য তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়। প্রতিবেদনটির বিভিন্ন অধ্যায়ে অভিবাসন আইন, পরিবারিক আইন, অপরাধমূলক আইন সহ অন্যান্য আইনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অধিকার নিয়েও প্রতিবেদনটিতে আলোচনা করা হয়।

এই গবেষণা প্রতিবেদনটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও নীতিমালাসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং একইসাথে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অধিকার সুরক্ষায় যেসকল ব্যক্তি বা সংস্থা নিরলসভাবে যারা কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সহায়তা করা।

ব্লাস্ট এর অনারারী নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন এর সঞ্চালনায় উক্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সুমাইয়া ইসলাম, জাস্টিস ইনিসিয়েটিভ; জায়েদ হায়দারী, নির্বাহী পরিচালক, আরএসএন; কাজী ওমর ফয়সাল, প্রভাষক, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটি বাংলাদেশ; এডভোকেট রাজিয়া সুলতানা, চেয়ারপারসন, আর ডব্লিউ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি; এডভোকেট কামরুন নাহার, সদস্য, নারীপক্ষ। এছাড়া আরো অনেক শিক্ষাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক ও বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এই গবেষণাটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনসমূহ কতটা প্রযোজ্য তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষণাটির মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে বাংলাদেশে অবস্থিত রোহিঙ্গা শরণার্থীসহ অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার বিদেশী নাগরিকদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনী যুক্তিতর্ক, অ্যাডভোকেসি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
আরো তথ্যের জন্য events.blast.bd@gmail.com এ যোগাযোগ করুন, অথবা ব্লাস্টর ওয়েবসাইট (www.blast.org.bd) ভিজিট করুন।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ- পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd